গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
শান্তিগঞ্জ,সুনামগঞ্জ ।
www.southsunamganj.sunamganj.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪৬.৯০১১.০৩১.০০.২৩৫.২০১৮- 288 তারিখ : ২৭ ফাল্গুন ১৪৩০ / ১১ মার্চ ২০২৪

সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ এর আলোকে অনুর্ধ ২০ একর বদ্ধ জলমহাল
বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান

বিজ্ঞপ্তি নম্বর- ০২/১৪৩১

এতদ্বারা নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবি সংগঠন/সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবি (যদি থাকে) সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি (নং-০১/১৪৩১) প্রকাশিত হওয়া স্বত্বে যে সকল জলমহাল ইজারা বন্দোবস্তের জন্য আবেদন পাওয়া যায়নি সে সকল জলমহাল ইজারা প্রদানের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ এর ১৫/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০০১.২৪.৩৬১ স্মারকের নির্দেশনা অনুযায়ী শান্তিগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন নিম্নবর্ণিত ইজারাযোগ্য অনুর্ধ্ব ২০ একর খাস বদ্ধ জলমহাল সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি'২০০৯ অনুযায়ী ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদে বন্দোবস্ত প্রদানের নিমিত্ত নিম্নোক্ত শর্তে ম্যানুয়ালি আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রচারিত জলমহালের উপর কোন বিজ্ঞ আদালত/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ আরোপিত হয়ে থাকলে অত্র বিজ্ঞপ্তি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ইজারাযোগ্য জলমহালের তফশিল,আয়তন,জলমহালের বাস্তব অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। ইজারা প্রাপ্তির পর জলমহালের নিকটবর্তী/পাশ্ববর্তী দাগের জলাভূমি সংযুক্তি ও খাস প্রাপ্তি, তফশিল হ্রাস-বৃদ্ধি, ভরাট হওয়ার কারণে ইজারামূল্য কমানো অথবা মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে কোন ধরণের দাবী/আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

সময়সূচী

আবেদন ফরম বিক্রির তারিখ	মুখবন্ধ খামে আবেদন দাখিলের সময়সীমা ও স্থান
২৫ মার্চ ২০২৪ হতে ২৮ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত (অফিস চলাকালীন সময়ে)	০৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ স্থান-উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শান্তিগঞ্জ (সকাল ৯.০০- দুপুর ০১.০০)

শান্তিগঞ্জ উপজেলার ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা

ক্রঃ নং	জলমহালের নাম	মৌজা ও জেএল নং	দাগ নং	পরিমাণ (একর)	৩(তিন) বছরের গড়মূল্য	৫%বর্ধিত হারে সরকারি মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৭	৮
০১	গাবরকাটা বিল	ঠাকুরভোগ/২৫৮	৩৯২ গং	৫.৪৫	১৪,২৯৩/-	১৫,০০৮/-
০২	পাচগাছিয়া বিল ও কাড়া	পাথারিয়া/১৯১	৬৩৯ গং	৩.১০	১৮৭৫/-	১৯৬৯/-
০৩	চেপ্টির খাল	সুরিখাই/২৬৭	৫৩৪ গং	৩.৬৭	৩০৪৫/-	৩১৯৮/-
০৪	গজারিয়া প্রকাশিত মনুকাটা	দুর্গাপুর/২৬০	৪৭৪	৩.৫৩	২৮০০৪/-	২৯,৪০৪/-
০৫	হেকানি বিল ও কাড়া	দূর্গাপুর/২৬০			৩০০০/-	৩১৫০/-
০৬	লামাবন্দের ঢালা	গনিপুর/২২৫	৩৯৩ গং	৪.৫১		২০০০/- স্বত্ব আপীল মামলা জড়িত
০৭	সিংচাবেতের বিল	শক্রমর্দন/২৪৩	৩০৯০	১.১৮		২৫৫০/-
০৮	বনুয়া বিল	রনসী কিত্তে কাড়ারাই	--	--	--	৩৫৫০/-

সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির শর্তাবলী

০১.আবেদনপত্র ম্যানুয়ালি দাখিল করতে হবে এবং আবেদনপত্র দাখিলের নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মূল্যের (অফেরতযোগ্য) ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে সিডিউল ফরম নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস অথবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ থেকে ক্রয় করা যাবে এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তা দাখিল করতে হবে। একটি জলমহালের জন্য ক্রয়কৃত সিডিউল ফরম অন্য জলমহালের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

০২.আগ্রহী নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিকে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গন্য হবে। আবেদন ফরমের সকল তথ্য/অংক স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং কোন কাটাকাটি, ঘষা-মাজা গ্রহণ করা হবে না এবং এক্ষেত্রে আবেদন ফরম বাতিল করা হবে।

০৩. প্রকৃত মৎস্যজীবিদের নিবন্ধিত সমিতি সদস্যগণ জলমহাল ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারী সমিতিতে যদি কোন অমৎস্যজীবি সদস্য থাকে তবে সে সমিতি কোন সরকারী জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহাল সমূহের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

০৪ . কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সমিতির সদস্যগণ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

০৫. জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তার নিকট হতে আবেদনকারী সমিতির কার্যকারীতা সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্রসহ ২ (দুই) বছরের অডিট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠন/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

০৬.নির্ধারিত নিয়মে আবেদন দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন। এই সাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

০৭. আবেদনকারী সমিতিকে বিধি মোতাবেক প্রার্থীত জলমহালের বিগত বছরের ইজারা মূল্যের উপর ৫% বর্ধিত দর দাখিল করতে হবে।

০৮. কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠনের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান হবে না।

০৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসাবে আবেদনকারীকে তার আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। লীজ প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজ মানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতিকে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

১০. সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, কোন তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১. লীজ প্রদানকৃত জলমহাল জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২. লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। বাতিলকৃত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন পরবর্তী ৩ (তিন) বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

১৩. কোন সৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না। জলমহাল যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই ইজারা প্রদান করা হবে। ইজারা গ্রহণের পূর্বে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে আবেদন ফরম দাখিল করতে হবে। যখনই ইজারা চুড়ান্ত করা হউক না কেন তা ০১ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা সন হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে। বাস্তব অবস্থার আলোকে জলমহালের আয়তন পরিবর্তন হতে পারে। ইজারা বিষয়ে সকল রকমের তথ্য অর্থাৎ জলমহালের পূর্ববর্তী বছরের ইজারামূল্য আয়তন অবস্থান ইত্যাদি অফিস চলাকালে জানা যাবে। ইজারা গ্রহণের পর জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে অথবা অন্য কোন কারণে ইজারাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এরূপওজর আপত্তি করা যাবে না।

১৪. জলমহালের ইজারা মেয়াদ ০১ বৈশাখ ১৪৩১ হতে শুরু হবে এবং ৩য় বছরের ৩০ চৈত্র শেষ হবে। এ সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন হলে খাস কালেকশনের অর্থ সরকারী খাতে জমা হবে। খাস কালেকশনের অর্থ ইজারা প্রাপ্ত সামিতি/সংগঠন পাবে না । বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে ১০০% ইজারামূল্যসহ করাদি পরিশোধ করতে হবে।

১৫. ইজারা প্রদত্ত জলমহালের ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্গিত হচ্ছে কিনা সেজন্য বিদ্যমান মৎস্য আইন বা প্রযোজ্য অন্য কোন আইনের আওতায় ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করে সংশ্লিষ্ট ইজারাদার সমিতি/সংগঠনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৬. ইজারার মেয়াদ শেষ হওযার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না।

১৭. আবেদনের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন এবং মূসক নিবন্ধন সার্টিফিকেট "মূসক-৮" এর সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে। যেসকল সমিতির মূসক নিবন্ধন নাই তারা আবেদন করতে পারবে না।

১৮. আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবি এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে থেকে প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত হবে।

১৯. আবেদনের সাথে "প্রকৃত মৎস্যজীবি, মাছ চাষ, শিকার ও বিপননের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন" এমন অঙ্গীকারনামা ১৫০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে।

২০. সমিতির সম্পাদক ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা উপজেলা প্রশাসন/জেলা প্রশাসন থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে আবেদন ফরমের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

২১. বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না এবং জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য সংরক্ষনের কোন বিধান লঙ্ঘিত হয়।

২২. সে সকল জলমহালসমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দিতে হবে।

২৩. বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবন ভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয় রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৪. বদ্ধ বা উন্মুক্ত কোন জলাশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। জলাশয়ের ইজারা ১৪৩০-১৪৩২ বঙ্গাব্দের জন্য মেয়াদি ইজারা, ক্ষতিগ্রস্থতা, দখল না পাওয়া বা অন্যকারণে উক্ত ইজারা মেয়াদ বর্ধনযোগ্য নয়। প্রথম বছর ব্যতীত ইজারাকৃত জলাশয়ের পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের

বুঝে নিবেন। চুক্তিপত্র সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই কোন জলমহালের দখল হস্তান্তর করা হবে না। এব্যপারে কর্তৃপক্ষের উপর কোন দায় বর্তাবে না। চুক্তিপত্র সম্পাদন না করলে ইজারা বাতিল করা হবে।

২৬. ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা চুক্তির শর্তাবলী এবং জলমহাল ও সরকার কর্তৃক আরেপিত নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। ইজারা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন বা নির্দেশনা অমান্যের জন্য ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৭. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে। পরিবেশ বান্দব করচ গাছ লাগাতে হবে।

২৮. ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যেগুলি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৯. কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যেকোন সময় কর্তৃপক্ষ এ বিজ্ঞপ্তি বাতিল/সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১১/৩/২৪

(সুকান্ত সাহা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

স্মারক নং- ০৫.৪৬.৯০১১.০৩১.০০.২৩৫.২০১৮- 288 (১০৩)

তারিখ : ২৭ ফাল্গুন ১৪৩০ / ১১ মার্চ ২০২৪

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১. জনাব এম এ মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২২৬,সুনামগঞ্জ-৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
২. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৫. জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
৬. চেয়ার্যমান, উপজেলা পরিষদ, শান্তিগঞ্জ।
৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুনামগঞ্জ সদর/ দিরাই/জগন্নাথপুর/ছাতক/জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
৮.সহকারী কমিশনার (ভূমি), শান্তিগঞ্জ **(তাঁকে অনলাইনে জলমহাল সংক্রান্ত তথ্যাদি আপলোড/যাচাইয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)।**
৯. উপজেলা ..... কর্মকর্তা, শান্তিগঞ্জ।
১০.চেয়ারম্যান..... (সকল), শান্তিগঞ্জ।
১১. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, পাগলা/পাথারিয়া, শান্তিগঞ্জ। তার অধিক্ষেত্রের হাট বাজারে ঢোল সহরতের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলে।
১২. জনাব .....সদস্য, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, শান্তিগঞ্জ।
১৩. সম্পাদক, ... । বিজ্ঞপ্তিটি সংক্ষিপ্ত আকারে (স্বল্প পরিসরে) তার পত্রিকায় আগামী ..... তারিখের পূর্বে যে কোন ০১(এক) দিন ছাপিয়ে বিলসহ পত্রিকার কপি নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১১/৩/২৪

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।